তারিখ ..08. NOV. 2015.....
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ....9......

যুগান্তর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আসন বিন্যাসের ভুলে কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা

যশোর ব্যুরো

প্রবেশপত্রে রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বরের সঙ্গে আসন বিন্যাসের নম্বরের মিল না পেয়ে হতাশায় কান্নাকাটি শুরু করে পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার আগে রোল নম্বর নিয়ে এমন ভুল বোঝাবুঝিতে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের আতংকে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরীক্ষা শুরুর সময় শিক্ষার্থীদের আকুতিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আসন বিন্যাস ছাড়াই পরীক্ষার সুযোগ দেয়।

শনিবার দুপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজ কেন্দ্রে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষার শুরুতে এ ঘটনা ঘটে। এই কেন্দ্রে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ১৮টি কলেজের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পরীক্ষার্থী চরম বিড়ম্বনার শিকার হয়।

সূত্র জানায়, শনিবার থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন বেলা ১টায় ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার ৩০ মিনিট আগে সরকারি এমএম কলেজ কেন্দ্রে ১৮ কলেজের ৩ হাজার ৪২৫ শিক্ষার্থী এসে পৌঁছায়। তাদের প্রবেশপত্রের রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর কেন্দ্রের সঙ্গে আসন বিন্যাসের নম্বরে মিল না থাকায় তারা নির্ধারিত আসন খুঁজে পাচ্ছিল না। এরপর শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত আসনের জন্য এক ভবন থেকে অন্য ভবনে ছুটেন। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীই তাদের নির্ধারিত আসন খুঁজে পায়নি। দিশেহারা হয়ে দৌড়াদৌড়ির এক পর্যায়ে ঘড়িতে তখন (পরীক্ষায় সময়) বেলা ১টা বেজে যায়। শিক্ষকরা পরীক্ষার কক্ষে খাতা ও প্রশ্নপত্র নিয়ে চলে আসেন। তখন পরীক্ষার্থীদের কান্নাকাটির অবস্থা দেখে কক্ষ পরিদর্শকরা এগিয়ে যান। শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখে কক্ষ পরিদর্শকরা বুঝলেন সিট প্ল্যানে এ ধরনের কোনো নাম্বারই নেই। পরে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আকুতি মিনতির বিষয়টি বিবেচনা করে আসন উন্মুক্ত করে দেয়। পরে তারা পরীক্ষায় বসেছে।

সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজের উপাধ্যক্ষ শফিউল আলম সরদার বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য এখন একটিই নম্বর চালু করেছে। তাদের রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বর এখন একটি। পরিবর্তন করা রেজিস্ট্রেশন নম্বর না দিয়ে সংশ্লিষ্টরা পুরনো নম্বর সরবরাহ করে। এতে আসন খুঁজে পায়নি শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষার আগে এমন ঘটনায় শিক্ষার্থীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।